ত্রিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর লাগাতার ধর্মঘট চলবে

মুশতাক আহমদ

দেশব্যাপী প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলমান শিক্ষক ধর্মঘটের চৌদ্দতম দিনে এসে সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারের এ ঘোষণায় সন্তুষ্ট নন। তারা বাড়তি সুবিধা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সাফ জানিয়েছে দিয়েছেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘট কর্মসূচি চলবে। এখানেই শেষ নয়, ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে তাৎক্ষণিকভাবে রাজধানীতে বিক্ষোভ শেষে প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় জোট শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোট। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ তারা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'মহাঅবস্থান' ধর্মঘটও শুরু করবেন। এ নিয়ে ইতিমধ্যে রাজধানীতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। প্রেস ক্লাব এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। শিক্ষক সমাজ সরকারপন্থী, সরকারবিরোধী ও ব্যাঙ্গারসর্বস্ব— এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই তিনটি ধারায় মোট ৩৮টি সংগঠন রয়েছে। এদের মধ্যে সরকারপন্থী বলে পরিচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নয়টি একটি মোর্চা শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণসহ ১৭ দফা দাবিতে ১২ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারপন্থী বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ধর্মঘটে রয়েছে ৯ জানুয়ারি থেকে। সরকারবিরোধী বলে বিবেচিত সবচেয়ে বড় মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোট ১০ জানুয়ারি থেকে কেবল চাকরি জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেছে। এর বাইরে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (লক্ষ্মীবাজার) ১৩ জানুয়ারি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (মিরপুর) ১০ জানুয়ারি থেকে ধর্মঘট নেমেছে। এসব ধর্মঘটের কারণে সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেশাপড়া লাটে ওঠার উপক্রম হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান মহাঅবস্থান আজ

এ অবস্থার মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষকদের বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাতাসহ বিভিন্ন ভাতার ব্যাপারে মুখ খোলেন। বিভিন্ন প্রকল্পে ওইসব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন তিনি। কিন্তু আন্দোলনকারী শিক্ষক সংগঠনগুলো মন্ত্রীর এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা মন্ত্রীর ঘোষণাকে 'চাতুর্যপূর্ণ' ও 'প্রতারণা' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, মন্ত্রী নতুন কোন কথা বলেননি। ঘোষণায় যেসব কথা বলেছেন, তা বিগত বছর থেকে তিনি বলে এসেছেন। একই 'ধুয়া' বারবার 'অবাই' করে কেবল শিক্ষক সমাজ নয়, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা চলবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

চলবে : লাগাতার ধর্মঘট

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করা হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। উল্লেখিত সংগঠনগুলোর সবাই বর্ধিত সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন চালানোর ব্যাপারে ঘোষণা দেন। এইসবের বাইরে সরকারপন্থী আরেকটি মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট বর্ধিত ধর্মঘটে নেই, কিন্তু তারাও ঘোষণার বিরুদ্ধে। সকল মহল করলেন এই মোর্চার প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ। তার ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকের সংগঠন মতো ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য পরিষদও মন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারাও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

মন্ত্রী সরকার সংগঠন : মঙ্গলবার মন্ত্রী একটার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবিপ্রত্যুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ১৫% থেকে ৩০% টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা বেড়ে ৩০% টাকা করা হয়েছে। একাত্ত সরকারি প্রাথমিকের পদ এবিপ্রত্যুক্ত করা হবে। এতদিন এই সুবিধা দেয়া হতো না। অথচ মাদ্রাসায় যাদের প্রাথমিক সুবিধাদিতে ছিলেন। কিন্তু ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাতাও ৩০% টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। সেখানে ২৬ হাজার ৪৭টি বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৫৮০ জন এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন ১ হাজার ৬০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৬ হাজার ২৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী আগামী ১ মার্চ ৫১৯টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং সুবিধা পাবেন। শিক্ষক-কর্মচারীরা ১ জানুয়ারি থেকেই এসব আর্থিক সুবিধাদানের মধ্যে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী আরও জানান, এসব মাদ্রাসা নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের এবিপ্রত্যুক্তকরণ, এবিপ্রত্যুক্ত মাদ্রাসাগুলোর শূন্যপদে কর্মরত ইবতেদায়িদের এবিপ্রত্যুক্ত চাইবেন, ডিএড/ফাজিল কোর্স ও উচ্চতর কোর্স প্রদান করা হবে। প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এ সুবিধার অধীনে আসবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারি এবিপ্রত্যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৯৮০ সালে প্রবর্তন এবিপ্রত্যুক্ত না। তারা মুষ্টি ২৮ বছর ধরে ১০০ টাকা হিসেবে বাড়িভাড়া পাচ্ছেন। তাদের চিকিৎসা ভাতা একবে মাসিক ৩০ টাকা, পরে ১০০ টাকা এবং ১৫০ প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যেও সরকার শিক্ষকদের বিভাগের ভাতার বন্টনের মধ্যে বিরোধ, সবে প্রায় ২৪৪ কোটি টাকা সরকার করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, মহাদেশ শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এবিপ্রত্যুক্ত প্রদান, যতো ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। যতো না হচ্ছে এসেছের এবিপ্রত্যুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরির ক্ষেত্রে এটি বিশাল প্রাপ্তি ও তাদের চাকরি জীবনের একটি ঐতিহাসিক দিন বলে মনে করছেন মন্ত্রী। সংসদ সদস্যদের নিয়োগপ্রাপ্ত ড. জামাল আহমদ নাসের চৌধুরী, মাদ্রাসা ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক মনিরুল মাহবুব উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক নেতাদের প্রতিক্রিয়া ও কর্মসূচি : মন্ত্রী এই ঘোষণা শিক্ষক নেতারা কেবল প্রত্যাখ্যানই নয়, বরং বলেন কেন তারা অনশনে তারা 'অনশন' হিসেবে অভিহিত করেন। একইসঙ্গে তারা ঘোষণাকে অপ্রতুলতা বলে মন্তব্য করেন। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের কোঅর্ডিনেটর মুহিত বলেন, মন্ত্রী তার বক্তব্যে এই প্রতারণার মতো শিক্ষকদের এত সুবিধা দেয়ার যে কথা বলেছেন তা অসত্য। তিনি মনে না। যে কারণে এর মধ্যেও সরকারের আসল শিক্ষকরা যে সুবিধা পেয়েছেন তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ধর্মঘট চলবে। দাবি আদায় না হওয়া মহাঅবস্থান ধর্মঘটও শুরু হবে।

শিক্ষক-কর্মচারী প্রতিটি প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, সুবিধার নামে এক চা চামচ পানির দেয়া হয়, তাহলে এই বাকিটার যে প্রতিক্রিয়া হবে, শিক্ষক-কর্মচারীরাও সেই একই প্রতিক্রিয়া হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের আশা ভঙ্গ হয়েছে। তারা মনে করে, পূর্ণ সুবিধা দিতে হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্যে আমাদের অধ্যক্ষ পাওয়ার আন্দোলন সাড়া বলেন, নয়া প্রস্তু সুবিধা শিক্ষক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এটা আশা করেনি। এতে শিক্ষকরা খুশি হবেন না। এটা পর্যাপ্ত নয়। তিনি বলেন, তাদের দাবি সরকারি মতো কর্মচারীদের মতো অনুরূপ সুবিধা-সুবিধা দেয়া হোক। কখনোই কর্মচারীর হিসেবে দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণা একেবারে অপ্রাপ্ত এবং সুবিধা প্রদানের কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উদাহরণ ৫শ টাকা বাড়িভাড়া পাবে।

শিক্ষক সমিতি (মহাজন) সভাপতি ও শিক্ষক-কর্মচারী মজলিশ ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী মো: নাসরুল ইসলাম বলি বলেন, আর্থিক বাড়িভাড়া ও মেডিকেল ভাতা প্রদান করে কেবলমাত্র শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের আন্দোলনকে বানচাল করা যাবে না। তারা বলেন, শিক্ষকদের নানা দাবিকে কাজে দেয়ার জন্য উদ্যোগ। এ ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এককেরা মন্ত্রীর বিবৃতে তারা তার (মন্ত্রীর) কাছে সমিতির মোতাবেক বাস্তবায়ন ও অভিযোগ করেন। বলেন, দাবি আদায়ে তারা ২৫ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মহাঅবস্থান ধর্মঘট করবে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আলম বলেন, সরকারের মাদ্রাসা রয়েছে মাত্র ৬ হাজারের বেশি, কিন্তু সরকারি ১ হাজার ৫১৯টিকে সুবিধা দিয়েছে। এর মাধ্যমে একদিকে সরকার তাদের ক্ষমতাটি থেকে বিভিন্ন করার ষড়যন্ত্র করছে। অন্যদিকে মূল দাবিকেও উপেক্ষা করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, সারাদেশে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা ৬ হাজার ৮৪৭টির সবাইকে সুবিধা দিলে বিবেচনা করা যেতে। অথচ তাদের মূল দাবি সরকারি বিদ্যালয়ের অনুরূপ সুবিধা প্রদান। দাবি আদায়ের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হয়েছে।

তারিখ 23 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...